রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৯/২০২০ তারিখঃ ১৩.০৯.২০২০

বিষয়ঃ গরু /মহিষ মোটাতাজাকরণের জন্য ঋণ প্রদানের নীতিমালা ও নিয়মাচার।

আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গরু ও মহিষ পালন একটি দেশীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দুরীকরণ, আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চামড়া শিল্পের সমৃদ্ধি, জাতীয় ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, দূষণমুক্ত পরিবেশ ও গবাদি পশুজাত শিল্প গড়ে তোলা, জৈব সার উৎপাদন ও জৈব জ্বালানী সহজলভ্যকরণ, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ ইত্যাদি কারণে প্রাণিসম্পদের এ খাতটির ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অধুনা গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও বাণিজ্যিকভাবে গরু ও মহিষ মোটাতাজাকরণ একটি সম্ভাবনাময় ও লাভজনক খাত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের কৃষক ও খামারিগণকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদি পশু খামার স্থাপনে উৎসাহিত করে মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে ২৫.০৮.২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত রাকাব পরিচালনা পর্ষদের ৫১৮তম সভায় গরু / মহিষ মোটাতাজাকরণের নিম্নরুপ ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার অনুমোদন দেয়া হয়েছে :

০১। **ঋণের উদ্দেশ্য:**

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক কৃষক ও খামারিগণকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদি পশু খামার স্থাপনে উৎসাহিতকরণ, গরু/মহিষের মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং এতদাঞ্চলের কৃষক/উদ্যোক্তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ।

০২। **ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:**

বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি এন্ড অপারেশন ম্যানুয়েল' এর ২.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/উদ্যোক্তাগণ এ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য হবেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কৃষক/উদ্যোক্তাগণ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়া, এ খাতের সুবিধাযোগী ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

০৩। **ঋণ সীমা:**

ক্রঃনং	ঋণের খাত	ঋণসীমা
১.	দেশীয়/স্থানীয় জাতের গরু মোটাতাজাকরণ	প্রতিটি সর্বোচ্চ ৫০,০০০.০০ টাকা
২.	মহিষ মোটাতাজাকরণ	প্রতিটি সর্বোচ্চ ৬০,০০০.০০ টাকা
৩.	শংকর ও দেশীয় জাতের উন্নত প্রতিটি বাছুর	প্রতিটি সর্বোচ্চ ৬০,০০০.০০ টাকা

০৪। **ঋণের ধরণ:**

চলতিপুঁজি ঋণ।

০৫। **গরু/মহিষ নির্বাচন:**

গরু/মহিষ মোটাতাজাকরণ কর্মসূচির আওতায় শংকর ও দেশীয় উন্নত জাতের গরু/মহিষের বাছুর ক্রয়ের ক্ষেত্রে নুন্যতম বয়স ০১ (এক) বছর ০৬ মাস হতে ২ বছর ((দুই দাঁত সম্পন্ন) হতে হবে । শংকর ও দেশীয় উন্নত জাতের গরু/মহিষের বাছুর ক্রয়ে জাত নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে । বয়স্ক/রোগাক্রান্ত/দুর্বল/মোটাতাজা হওয়ার সম্ভাবনা নেই এরূপ গরু/মহিষ ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান করা যাবে না।

চলমান পাতা-০২

০৬। ঋণের মঞ্জুরি ক্ষমতা:

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সার্কুলার নং-০১/২০১৭, তারিখ: ১৫.১১.২০১৭ এ বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এখাতে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে:

(লক্ষ টাকায়)

ঋণের ধরণ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)	মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় কার্যালয়)	জোনাল ব্যবস্থাপক	ব্যবস্থাপক (এলপিও)	জেলা শাখার ব্যবস্থাপক	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা শাখার ব্যবস্থাপক	ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপক
চলতি পুঁজি	২০০.০০	১০০.০০	৭৫.০০	২০.০০	২০.০০	১০.০০	৫.০০	৩.০০
সহায়ক জামানত বিহীন ঋণের ক্ষেত্রে	-	-	-	-	২.০০	২.০০	১.৫০	১.০০

উল্লেখ্য, ইউনিয়ন/উপজেলা/জলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা পর্যায়ের শাখা ব্যবস্থাপকের মঞ্জুরি ক্ষমতার অতিরিক্ত সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপকগণ মঞ্জুর করবেন।

০৭। ঋণের জামানত:

(ক) শুধুমাত্র গরু ও মহিষ মোটাতাজাকরণের লক্ষ্যে গরু/মহিষ ক্রয়ের জন্য অনুর্ধ্ব ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত গ্রহণের শর্ত শিথিলযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য সকল নিয়ামাবলীসহ নিম্নোক্ত শর্তাদি পরিপালনপূর্বক দলিল সম্পাদন করতে হবে:

১. খামারের ভূমির মালিকানাস্বত্ব উদ্যোক্তার নিজ নামে থাকতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত খামার/বাড়ি/চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. গৃহিত দলিলাদি/কাগজপত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরিপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

৩. ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি (Personal Gurantee) ও স্পাউস গ্যারান্টি (Spouse Gurantee) গ্রহণ করতে হবে; তবে একই ব্যক্তির নিকট থেকে একাধিক ঋণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা গ্রহণ করা যাবে না;

৪. জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণাংকের ১.৫ গুণ পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে।

৫. এক্ষেত্রে ফাঁকা চেক গ্রহণ করা যাবে না এবং ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ছকে Memorandum of Deposit of Cheque গ্রহণ করতে হবে।

৬. নির্ধারিত দেয় তারিখ (Due date) অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ কোন অবস্থাতেই একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে ২.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না;

৮. ডিপি নোট এবং

৯. লেটার অব হাইপোথিকেশন।

(খ) ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে খামারের ভূমি উদ্যোক্তার নিজ নামে থাকতে হবে এবং ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক মঞ্জুরিকৃত ঋণ প্রয়োজনীয় জামানত দ্বারা আবৃত করতে হবে।

০৮। ঋণের খাত:

এ ঋণ ১০১৪ খাতে এবং CBS বাস্তবায়িত শাখায় সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার কোডে হিসাবভুক্ত হবে।

চলমান পাতা-০৩

০৯। ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ:

সহায়ক জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদন ফরম এলএফ-৬ এবং জামানতযুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণ আবেদন ফরম এলএফ-৮ ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক চলতি পুঁজি ঋণের জন্য ব্যবহৃত ঋণের ফরম ব্যবহার করতে হবে। নিয়ম মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও কাগজপত্রাদি গ্রহণ ও সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ঋণ মূল্যায়ন ও মঞ্জুরির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত

(ক) গরু/মহিষের জন্য প্রয়োজনীয় গোয়ালঘর নির্মাণ, খাদ্য, চিকিৎসা ব্যয় ও অন্যান্য অবকাঠামো ব্যয় উদ্যোক্তার নিজস্ব উৎস হতে বিনিয়োগ করতে হবে যা গ্রাহকের ইক্যুইটি হিসেবে বিবেচিত হবে।

(খ) খামার পরিচালন ব্যয় বাবদ অর্থ চলতি পুঁজি ঋণের নিয়মানুযায়ী ইকুইটি নির্ধারণ করতে হবে।

১১। ঋণের মেয়াদকাল:

চলতি পুঁজি ঋণ ত্রৈমাসিক সুদ পরিশোধ সাপেক্ষে বিতরণের তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের মধ্যে সমন্বয়/পরিশোধ করতে হবে। ঋণের সমন্বয় চক্র হবে ০৬ (ছয়) মাস। পরবর্তীতে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ নবায়ন করা যাবে। তবে ঋণের টার্ণওভার সন্তোষজনক থাকতে হবে।

১২। সুদের হার:

আলোচ্য খাতে ঋণের সুদ হার হবে ৯%। তবে উল্লিখিত হারে সুদ ধার্য করার পরও যদি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহিতা খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হয়, সে ক্ষেত্রে যে সময়কালের জন্য খেলাপি হবে অর্থাৎ চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে মোট খেলাপি ঋণের উপর অতিরিক্ত ২% হারে সুদ আরোপ করতে হবে।

১৩। ঋণ বিতরণ:

মঞ্জুরিকৃত চলতি পুঁজি ঋণ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে বিতরণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার সিসি হিসাবের মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ সমান ০২ (দুই) টি কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তির অর্থের যথাযথ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হলে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদানযোগ্য হবে।

১৪। দলিল সম্পাদন:

(ক) ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানত বিহীন ঋণের ক্ষেত্রে আলোচ্য সার্কুলারের ৭(ক)-এ বর্ণিত দলিলপত্র এবং ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ঋণের ক্ষেত্রে ৭(খ)-এ বর্ণিত দলিলপত্রসহ চলতি পুঁজি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ডকুমেন্টেশন সম্পাদন করতে হবে।

(খ) উভয় ক্ষেত্রেই ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত গরু/মহিষ ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশনে বন্ধক থাকবে।

১৫। ঋণ প্রক্রিয়াকরণ:

ব্যাংকের প্রচলিত বিধি মোতাবেকে ঋণ প্রক্রিয়াকরণসহ প্রযোজ্য সকল ফি আদায় করতে হবে।

১৬। তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ:

শাখার মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে ঋণ আদায় নিশ্চিত করবেন।

১৭। পরিদর্শন ও যাচাই:

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শনকালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা যাচাই/পর্যালোচনা করবেন। এছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

১৮। বাজেট বরাদ্দ:

জোনাল ব্যবস্থাপকগণ জোনের জন্য প্রদত্ত বরাদ্দ বাজেট হতে এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ এলাকার গরুত্ব অনুযায়ী আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে শাখাওয়ারী বাজেট বরাদ্দ করবেন। বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ ৩ মাস অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করবেন।

চলমান পাতা-০৪

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৯/২০২০ তারিখঃ ১৩.০৯.২০২০

১৯। প্রতিবেদন প্রেরণ:

এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/জোনওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে।

শাখা/জোনের নাম	ঋণ বিতরণের		আদায়যোগ্য ঋণের		আদায়কৃত ঋণের		মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের		অনাদায়ী ঋণস্থিতির	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

২০। গরু ও মহিষ পালনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় উদ্যোক্তাগণকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের করার জন্য গরু ও মহিষ মোটাতাজাকরণ খাতে বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতার তালিকা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জোনাল ব্যবস্থাপক প্রশিক্ষণের বিষয়ে সমন্বয় ও তদারকি করবেন।

২১। আলোচ্য সার্কুলার অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে । একই সাথে এ বিভাগ থেকে ইতোপূর্বে জারীকৃত এদতসংক্রান্ত সার্কুলার নং-০২/২০১৭, তারিখ ২২.০৫.২০১৭ বাতিল মর্মে গন্য হবে।

২২। উপরিল্লিখিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক গরু /মহিষ মোটাতাজাকরণ খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২৩। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সরাসরি ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে ।

অনুমোদনক্রমে-

১৩.০৯.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং-প্রকা/ঋণওঅবি-১/প্রাণিসম্পদ/২০২০-২০২১/২৪৫(৪৫৪) তারিখ: ১৩.০৯.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

১৩.০৯.২০২০
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা